THE MAHABHARUT,

A POEM:

BOOK THE FIRST,

IN FOUR VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KASHEE RAM DASS.

VOL. IV.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS.

1802.
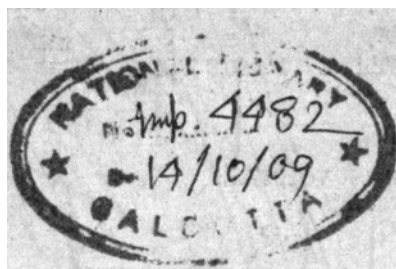
মহাভারত

ব্যাসোক্তি।

পদাবলিচ্ছন্দে।

কাশীরাম্দাস বিরচিত।

চতুর্থ বহি।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০৩।

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

তবে পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলে

…ক বিন্ধ[illegible] বলে ক্ষত্রিয় সকলে।

শুনিয়া উঠিলা. তবে কুরুবংশ পতি

…নুর নিকট গেল ভীষ্ম মহামতি।

…লিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বামজানু

…লে বীরি নোয়াইল মহাবল ধনু।

বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
মহাশব্দে মোহিত হইলা সর্ব্ব জন
ডাকিয়া বলিলা তবে গঙ্গার নন্দন।
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজাভাগ
সভে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ।
কন্যা সহ আমার কিছু নাহি প্রয়োজন
আমি লক্ষ বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন।
এত ভীষ্ম বলি বাণ যুড়িল ধনুকে
হেন কালে শিখণ্ডিকে দেখিল সম্মুখে।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়য়ে ধনুঃশর।
শিখণ্ডি দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি
তার মুখ দেখি ধনু থুইলা মহামতি।

তবেত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রিগন
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন।
ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র নানা জাতি
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুনবতী।
এত শুনি উঠিল আচার্য্য দ্রোন গুরু
শরেতে বিবল ওষ্ঠিক বান্ধিয়াছে গুরু।
শুক্লযুক্ত শোভে শুক্ললোম কর্ণ
কেত কুন্তহীন মুখ লোহিলে অগ্নিভূর্ণ।
ধনুক লইয়া দ্রোন বলয়ে বচন
যদি আমি এই লক্ষ বিন্ধি কদাচন।
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদ কুমারি
অর্জুনার কুমারি হয় আমার ঝিয়ারি।
অর্জ্জুন্যে দিলে কন্যা দিব যদি লক্ষ হানি
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বামপানি।

টঙ্কারিয়া শুন পুনঃ বলে মহারথী
ঘসাইয়া দিব শুন কোন চিত্রকথা।
বিন্ধিতে যে শক্তি তারে শুন দিতে কোন
দুই স্থানে শুদ্ধি হৈল লৈব দুর্য্যোধিন।
তেকারনে দুচাইতে নাহি পুয়োজন
বিশেষে ভীষেমরদত্ত নহে অন্যজন।
তবে দ্রোন লক্ষ দেখে জলের ছায়াতে
অপুর্ব্ব রচিল লক্ষ দ্রুপদ নৃপতে।
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধেতে স্বর্ণমৎস্য আছে
তার অদ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে।
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত নির্ম্মান
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় একবান।
ঊর্দ্ধদৃষ্ট কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র পথে।

অধোমুখে চাহিয়া থাকিব মৎস্যলক্ষ
ঊর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য।
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলছায়া চাহে
দেখিয়া সে হৃদয়েতে চিন্তে যদুরায়ে।
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাবীর
নানাবিদ্যা অস্ত্র শস্ত্রে পুর্ণিত শরীর।
বিশেষে সভার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ
সকল লোকেতে খ্যাত দৃষ্ট করে ভেদ।
লক্ষ বিন্ধিবারে কিছু চিত্র নহে কথা
এক্ষণে বিন্ধিব লক্ষ নাহিক অন্যথা।
সুদর্শন চক্রে আচ্ছাদিল চক্রধর
মৎস্য চক্র আবরিয়া রহে চক্রধর।
তবে দ্রোণাচার্য্য বীর আকর্ণ পূরিয়া
চক্র ছিদ্র পথ বিন্ধে জলেতে চাহিয়া।

মহাশব্দে উঠে অস্ত্র গগনমণ্ডলে
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িলা ধনুক
সভাতে বসিলা গিয়া হৈয়া অধোমুখ।
বাণের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রোণি
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপানি।
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে
আকর্ন পুরিয়া চক্রছিদ্র পথে হানে।
গর্জ্জিয়া উঠিল অস্ত্র উল্কা সমান
রাধাচক্রে ঠেকিয়া পড়ে হইয়া খানখান।
দ্রোণ দ্রোণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল
লজ্জা ভয় হইয়া কেহ আর না উঠিল।
তবে কর্ন মহাবীর সুর্য্যের নন্দন
ধনুর নিকট বীর করিল গমন।

বামহস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর
ঘ্যাঁদাইয়া গুন পুনঃপুনঃ দিল বীর।
টঙ্কারিয়া ধনুক ঘুড়িল বীর বান
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে ঘুড়িল সন্ধান।
ছাড়িলেক বান বায়ুভর বেগে ছুটে
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরিক্ষে ওঠে।
সুদর্শন চক্র ঠেকি চুর্ন হৈয়া গেল
চুনবত হৈয়া বান ভূতলে পড়িল।
লজ্জিত হইয়া ধনু ভূমেতে ফেলিল
অধোমুখ হৈয়া সভা মধ্যেতে বসিল।
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার।
দ্বিজ হৌক ক্ষত্রি হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি
অন্তজ ভেতি লক্ষ বিন্ধিবেক যদি।

লভিবে দ্রৌপদি সেই এত মোর পন।
এত বলি দেন তাকে পাঞ্চালনন্দন॥
কেহ আর নাহি চায় ধনুকের ভিতে
একবিংশতি দিন তথা গেল হেনমতে॥
দ্বিজসভা মধ্যে বসিছিল যুধিষ্ঠির
চতুর্দ্দিগে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মন মণ্ডল
যকদ্গন মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে
লক্ষ আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থীর॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ কৈল হেন মনে
অনুসন্ধানে তবে চাহিল ধর্ম্ম পানে॥

অর্জুনের চিত্ত বুঝি ইঙ্গিতে কহিল
আজ্ঞা পাইয়া বীনঞ্জয় উঠিয়া চলিল।
অর্জুন চলিয়া যান বীনুকের ভিতে
দেখি দ্বিজগন সব লাগিল পুছিতে।
কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারন
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন।
অর্জুন বলিল যাহি লক্ষ বিন্ধিবারে
প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে।
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মনমণ্ডল
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল।
যে ধনুকে পরাজয় হৈল রাজাগন
জরাসিন্ধু শল্য সাল্ব কর্ন দুর্যোধন।
সে লক্ষ বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে
ব্রাহ্মনের হাসাইতে ক্ষাত্রির সমাজে।

বলিবেক ক্ষত্রিগন লোভি দ্বিজগন
হেন বিপরিত আসা কৈল কেকারন।
বহুদুর হইতে আসিয়াছে দ্বিজগন
বহু আসা করিয়াছে পাব কিছু ধন।
সেই সব নষ্ট হবে তোমার কর্ম্মেতে
অসম্ভব্য দ্বিজে কেন হয় বিপরিতে।
অনর্থ না কর বৈশ আসিয়া [illegible]
এত বলি ধরি বশাইল দ্বিজগন
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ তনয়া
শুনিয়া অধৈর্য্যচিত্ত বীর ধনঞ্জয়।
পুনঃ ওঠিবারে বীর চিন্তে মনেমনে
হেন কালে শঙ্খনাদ করে নারায়নে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পুরিল
দুষ্টরাজাগন শব্দ শুনি স্তব্ধ হইল।

শঙ্খশব্দ শুনি পার্থ হইল ওল্লাস
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস।
ওঠং বিনঞ্জয় ডাকে শঙ্খবর
লক্ষ বিন্ধি দ্রোপদিরে লভহ সত্তর।
গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া ওঠিল অর্জুন
পুনঃ গিয়া বিরিল যতেক দ্বিজগণ।
দ্বিজগণ বলে দ্বিজ হইলা বাতুল
তোর কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল।
দেখিলে হাসিব যত দুষ্ট ক্ষত্রিগণ
বলিবেক লোভি এই যত দ্বিজগণ।
সভা হইতে সভাকারে দিবে খেদাইয়া
পাত্থার থাকুক কাঘা লইব কাড়িয়া।
এত বলি বিরাবিরি করি বশাইল
দেখি বর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল।

কি কারনে দ্বিজগন কর নিবারন
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন।
যে লক্ষ বিন্ধিতে ভঙ্গ দিন রাজাগনে
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন জনে
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ
তবে নিবারন আমা সভার কি কায।
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়িদিল সভে
ধনুক নিকটে ধনঞ্জয় গেল তবে।
হাস্যিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস
অসম্ভব কর্ম্ম দেখি দ্বিজের প্রয়াস।
সভামধ্যে ব্রাহ্মনের মুখে নাই লাজ
যাহে পরাজয় হইল রাজার সমাজ।
সুরাসুর যেই যেই বিপুল ধনুক
তাহে লক্ষ বিন্ধি চাহে দরিদ্র ভিক্ষুক।

কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান
বাতুল হইল কিম্বা বুঝি অনুমান।
কিবা মনে করিয়াছে দেখে একবার
পারিলে পারিবে নহে কি যাবে আমার।
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণেরে এমনে না ছাড়িব
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব।
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন
সামান্য মনুষ্য বলি না জান এ জন।
দেখ দ্বিজ মদন স্মিত জিনিয়া মুরতি
পদ্মপুষ্প যুগীয় নেত্র পরষয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর অতুল
খগরাজ [illegible]র লাজ নাশিকা অতুল।

দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট সুন্দর

গজ চন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানু লম্বিত

করিকর যুগবর জানু সুবলিত।

বুকপাটা দন্তছটা জিনিয়া দামিনী

দেখি ইহা ধৈর্য্য হিয়া নহিবে কামিনী।

মহাবীর্য্য যেন সুর্য্য ঢাকিয়াছে মেঘে

অগ্নি অংশু যেন পাংশু আচ্ছাদিল নাগে।

এইক্ষণে লয় মন বিন্ধিবেক লক্ষ

কাশী ভনে কৃষ্ণ জনে কি কর্ম্ম অশক্য।

এই মত রাজগণ করয়ে বিচার

বীনুর নিকটে গেল কুন্তির কুমার।

সেই অনুসারে পার্থ চিন্তে মনেমনে
ভূমিতলে নাহি স্থল লোকের গহনে।
বিশেষে সভারে বিদ্যা দেখাবার তরে
শুন্যেতে স্থাপিল অস্ত্র পবনের ভরে।
দুই অস্ত্র যাইল তবে ইন্দ্রের নন্দন
বন্ধন অস্ত্রেতে বৌন্ড করিল স্মরণ
আর অস্ত্র পুনার্য করিল গিয়া পায়
কল্যান করিয়া দ্রোন একদৃষ্টে চায়।
বিস্ময় হইয়া দ্রোন চিন্তে মনেমন
মোর প্রিয়শিষ্য এই হবেক সুজন।
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার
কর যোড়ে পার্থ তাঁরে কৈলা নমস্কার
দ্রোন বলে হের দেখ পান্ডুতনয়
লক্ষবেন্ধা ব্রাহ্মন তোমারে পুনময়:

যেইক্ষণে ইহারে দেখিল আমি মুখ
কহনে নাযায় যত জন্মিয়াছে সুখ।
কহ কহ গুরু যদি জানহ ইহারে
কেবা এ কাহার পুত্র কিবা নাম ধরে।
দ্রোনাচার্য্য বলেন কহিতে ভয় করি
কেহ পাছে শুনে ইহা দুষ্টলোকে চরি
বিশেষে অনেক দিন গৈল যেই জনে
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে।
ভীষ্ম বলে কহ গুরু কি ভয় এথায়
কে মরিল বহুদিন কি নাম তাহার।
দ্রোন বলে যে বিদ্যা ধরিল এ সভায়
পার্থ বিনা মোর ঠাই কেহ নাই পায়।
পূর্ব্বে আমি পার্থেরে করিল অঙ্গীকার
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার।

পাণ্ডুপুত্র পুড়ি মৈল কহে সর্ব্বজনে
সে কথায় আমার প্রত্যয় নাহি মনে।
বিদুরের মন্ত্রণায় তাঁরে গেলা ভাবি
এই কথা ভাবি আমি দিন পাঁচে কবি
হেন নিত কার আছে মুনিগণ বলে
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে।
এত শুনি ভীষ্ম বীর তেজিল ক্রন্দন।
দুই জনে কল্যান করিল হৃষ্টমন
যদাপীহ কুন্তিপুত্র হইবে [illegible]।
লক্ষ বিন্ধি লবে এই দ্রুপদনন্দিনি.
তবে পার্থ পুনয়ে গোবিন্দ [illegible]
পাঞ্চজন্যশঙ্খ বাদ্য হয় যেই ভিতে।
দেখিয়া কল্যান কৃষ্ণ কৈল হৃষ্টমতি
হাসিয়া বলিলা তবে বলভদ্র প্রতি

আমি বিদ্যমানেতে করিবে বলাৎকার
জগন্নাথ নাম তবে কি হেতু আমার।
জগজ্জনের আমি অন্তে হই ত্রাতা
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা।
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব
তবে কেন জগন্নাথ নাম লোকে লবে।
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি
পূর্ব্বে যেন নিক্ষত্রি করিল ভৃগুপতি।
নিঃশেষ করিতে অবনির যত ভার
তেঞী জন্ম অবনিতে হয়েছে আমার।
গোবিন্দের বাক্য শুনি রাম চিন্তে মনে
গোবিন্দের চরণে কাশীদাস বিরচনে।

শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটীয়া পাড়িবে
সাক্ষাতে দেখিলে সে না প্রত্যয় জন্মিবে।
কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি
এই কথা কহিলা যতেক দুষ্টমতি।
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পাঞ্চালনন্দন
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন।
অকারণে মিথ্যাদ্বন্দ্ব কর তুমি সভে
মিথ্যা দ্বন্দ্বে কথা কহে সে কার্য্য নাহি লভে
কতক্ষন জলের তিলক থাকে ভালে
কতক্ষন রহিবে শূন্যেতে শিলে মারিলে।
সর্ব্ব কাল অন্ধকার রাতি নিশা
মিথ্যা সত্য লোকে খ্যাতি হয়।
অকারনে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন
লক্ষ কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন।

সহজে দারিদ্র পিন্ধন জীর্ণ বলি
তৈল বিনে শির দেখ হয়েছে জটিলি।
রত্ন হীন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে
এই হেতু বরিতে না দিল হীনলোভে।
ব্রহ্মতেজে লক্ষ বিন্ধিলেন তপোবলে
কি করিবে কন্যা তার অন্ন নাহি মিলে।
হীনের প্রয়াস দ্বিজ বুঝিল হীরনে
চর পাঠাইয়া তত্ত লহ এইক্ষনে।
এত বলি রাজাগান বিচার করি
অর্জুনের স্থানে দুত দিল পাঠাইয়া।
দুত বলে অবধান কর দ্বিজবর
রাজাগান পাঠাইল তোমার গোচর।
যে বলিল তোমারে করিয়ে নিবেদন
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন।

দুর্য্যোধন রাজা এই কহিল আমায়
সুপাত্র করি তোমায় রাখিব সভায়।
বহুরাজ্য দেশ দিব নানা রত্ন দিব
একশত দ্বিজকন্যা বিভা করাইব।
আর যাহা চাহ দিব নাহিক অন্যথা
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর অগ্নি হেন জ্বলে
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ দ্বিজ প্রতি বলে।
ওহে দ্বিজ যেমত তুমি বলিলা বচন
অন্যজাতি নহ তুমি অবশ্য ব্রাহ্মণ।
তেকারণে মোর হাতে রহিলা জীবনে
এ কথা কহিয়া কে জীবেক মোর স্থানে।
মোর আগে দূত তুমি কি দোষ তোমার
আর দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার।

দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজাগণে
অভিলাষ তোমসভার আছে যদি মনে।
আমি দিব তোমসভারে পৃথিবী জিনিয়া
নানা রত্নধন দিব কুবের জিনিয়া।
তোমা সভাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি
এই কথা সভামধ্যে কহিবে আপনি।
শুনিয়া সত্বরে তবে গেলা দ্বিজবর
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জলে
এত শুনি রাজাগন ক্রোধে তারে বলে।
দেখ হেন মতিছন্ন হইল ব্রাহ্মনা
হেন বুঝি লক্ষ বিল্কি হয়েছে অহঙ্কার
রাজাগনে এতাদৃশ বচন কুৎসিত
দিবারে ওচিত হয় শাস্তি সমুচিত।

দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার
আমা সভা নাহি মানে করে অহঙ্কার।
মহারাজাগন তেজি বরিল ব্রাহ্মণে
এমত কুচ্ছিতকর্ম্ম সহে কার প্রাণে।
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত
দারিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে সভার বিহিত
মারহ দ্রুপদ রাজি সপুত্র সহিত
মার এই ব্রাহ্মণেরে বধে নাহি ভীত।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

যার যেবা লৈয়া অস্ত্র যত রাজাগন
জরাসিন্ধু শল্য সাল্ল দুর্য্যোধন।

শিশুপাল দন্তবক্র কাশী নরপতি
রুক্মি ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি।
চিত্রসেন প্রদ্যুম্ন চন্দ্রসেন রাজা
জলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা।
ত্রিগর্ত কীচক বাহু সুবাহু রাজন
অনুবিন্দ মিত্রবিন্দ সুষেণ ভূষণ।
যার যে লইয়া সৈন্য নৃপতিমণ্ডল
নানা অস্ত্র বরিষে যেন বরিষার জল।
যদ্যপি ত্রিশূল জাঠি ভুষণ্ডি তোমর
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গর।
প্রলয়ের মেঘ [illegible] হারিতে সৃষ্টি
তাহা [illegible] নৃপতিগণ [illegible] অস্ত্রবৃষ্টি।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়
অর্জুনে চাহিয়া তবে কহেন বিনয়।

না দেখিয়ে দ্বিজবর ইহার উপায়
বেড়িলেক রাজাগণ সমুদ্রের প্রায়।
ইথে কি করিব মোর পিতার শকতি
নিশ্চয় জানিল আর নাহিক নিষ্কৃতি।
অর্জুন বলিল তুমি রহ মোর কাছে
দাণ্ডাইয়া নির্ভয় দেখহ রহি পাছে।
কৃষ্ণা বলে কহ দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনি
একা তুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমনি।
হাসিয়া অর্জুন বলে দেখ গুণবতী
একেশ্বর বিনাশিব সব নরপতি।
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতী
একা সিংহে নাহি পারে অজাযুথপতি।
একেশ্বর গরুড় সকল বিষি নাশে
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।

কাব্যাদু কি করিবে লক্ষমৃগ ক্ষুদ্র
একা শংখ বিষবির যথিল সমুদ্র ।
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা
সেই মত নৃপগনে করিব আমি একা ।
এত বলি ধনঞ্জয় কৃষ্ণা আশ্বাসিল
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুন সন্ধান পুরিল ।
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্র সমুদিতে
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডি সহিত সত্যজিত ।
যুধাজিতেক যুদ্ধ কৈল নারিল সহিতে
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে ।
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগন
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন ।
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়
দেখিয়া সঙ্কোচচিত্ত হৈলা ধর্ম্মরায় ।

যুধিষ্ঠির বলে ভাই অনর্থ হইল
একলক্ষ রাজা একা অর্জুনে বেড়িল।
শীঘ্র যাহ নিবারিয়া আনহ অর্জুনে
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পাইয়া বীর বৃকোদর
উপাড়িয়া লৈল এক দীর্ঘ তরুবর।
দশযোজন দীর্ঘতরু নিম্পত্র করিয়া
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া।
ক্ষত্রিগণ চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ
ভীমের পাছে পাছে ধাইল সর্ব্বজন।
হের দেখ ক্ষত্রি পাপিষ্ঠ দুরা,
সভামধ্যে লক্ষ দ্বিজ বিন্ধিল আমার।
লক্ষবিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন
এবে দ্বন্দ্ব করে কেন একাত ব্রাহ্মণ।

এত অন্যায় বল কার প্রানে সহে
যদ্ধকরি প্রান পাছে দিব দ্বিজ রায়ে।
মরিবং আজি করিব সমর,
হেন কর্ম্ম সহিব কাহার কলেবর।
এত বলি দ্বিজ দণ্ড লইয়া সে করে
মৃগচর্ম্ম করি দৃঢ় বান্ধি কলেবরে।
লম্ফং ব্রাহ্মন বাইল বায়ুবেগে
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগান আগে।
দেখিয়া বলয়ে পার্থ করি কৃতাঞ্জলি
মাথায় লইয়া দ্বিজগান পদধুলি
তুমি সব দক্ষে আইলা কিসের কারন
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন।
যাহারে করিয়ে ভয় মহেশ্বর বচনে
তাহার সহিত দন্দ নহে সুশোভনে।

তোমা সভাকার মাত্র চরন প্রসাদে
দুষ্ট ক্ষত্রিগনেরে মারিব পরমাদে ।
যেন যত দুষ্টাচার করিয়াছে সর্ব্বে
তাহার উচিত এইক্ষনে শাস্তি পাবে ।
এত বলি নিবারন কৈল দ্বিজগান
রাজাগান সুখে রহিল ইন্দ্রের নন্দন ।
হাঁসিয়া বলিল রাম দেখ ভগবান
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি হৈল বিদ্যমা ।
এই দেখ লক্ষরাজা একত্র হইয়া
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সসৈন্য লইয়
একাপার্থ প্রবোধিব কত কত জনে
প্রতিকার ইহার না দেখিয়ে নয়নে
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজাগ
দ্বিজ মারি কন্যা দিব রাজা দুর্যো

...যের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ
নয়নযুগল যেন বিকচারবিন্দ।
ক্ষনেক রহিয়া কৃষ্ণ করিল উত্তর
যে বলিলে সত্য দেব যাদবঈশ্বর।
একলক্ষ নৃপতি বেড়িল একজনে
কোথায় জিনিবে সেই মনুষ্য পরাণে।
অর্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি
মুহুর্ত্তেকে নিতে পারে সসাগরা ভূমি।
মনুষ্য ঘত্তেক আর সুরাসুর সহ
অর্জুনের সঙ্গে যদি করিবে কলহ।
... বলেছে যেন ... বাগ
... কি করি... পারে রাজাগন জাগ
কহিলে যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজাগনে
... কন্যা দিব রাজা দুর্যোধনে।

সিংহ কোথায় চন্দ্রমা রিরিবারে পারে
ক্যাদ মুখে আমিষ্য শৃগাল কোথা নরে।
তবে যদি অর্জুনের ন্যূনতা দেখিব
সুদর্শনচক্রে আমি সভারে ছেদিব।
শুনি বলভদ্র হৈল সভয় অন্তর
স্নেহশিষ্য দুর্যোধন অতিপ্রিয়তর।
পাণ্ডবের শত্রু ক্রোধ আজয়ে অন্তরে
এই ছলনাতে পাছে সভা বধ করে।
চিন্তিয়া বলিল রাম চাহি নারায়ণে
আমা সভাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজনে।
বিশেষে আপনে বল পার্থ মহাবল
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতি সকল।
সেই কথা পরিক্ষা করিব এইক্ষণে
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে।

গোবিন্দ বলিল আমি না যাইব রণে
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কথনে।
একপার্থে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে
হয় নয় এখনে দেখিবে বিদ্যমানে।
সুমেরু টলিবে শুষিবেক সিন্ধুজল
শীতল হইবে যদি বড় দাবানল।
পশ্চিমে উদয় যদি হব দিনমনি
তথাপি অর্জুনে কেহ না পারিবে জানি।
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন
নিঃশব্দে রহিল রায় হইয়া বিমন।
একলা কু নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিগে
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ সিংহ যেন মৃগে।
হিমাদ্রি পর্ব্বত প্রায় স্থীর মাহাবীর
সমুদ্র সদৃশ বুদ্ধি জিনিয়া গভীর।

অস্ত্রগন মধ্যে যেন কালান্তক যম
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্রপরাক্রম ।।
বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথে পাতি লয়
তাদৃশ অর্জ্জুন অঙ্গে বানবৃষ্টি হয় ।।
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর
অর্জুন কারন হৈল চিন্তিত অন্তর ।
একা পার্থ কোটী কোটী বেড়িল বিপক্ষ
হাতে আঁজে তিন অস্ত্র বিন্ধিবার লক্ষ ।
পুত্রের সাহায্য হেতু দেব রাজা তুর্ণ
পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র অস্ত্রগন পূর্ণ ।
বৈযয়ন্তী মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ
হৃষ্ট হৈয়া ধনঞ্জয় ছাড়ে সিংহনাদ ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুনে এড়ে অস্ত্রগন
নিমিষেকে শরবৃষ্টি কৈল নিবারণ ।

যেন মহাবাতাসে ওড়াল মেঘমালা
মৃদু নহারি যেন নিবারিল ভেলা।
শিশুগনমধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা
তাদৃশ সময়ে বীর করে নানা খেলা।
দাবাগ্নি নিবর্ত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে
নিমিষেকে ধনঞ্জয় করিল সকলে।
মাহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুরত।

প্রলয়ের কালে যেন ওথলে সাগর
[illegible] ডাকে যত নৃপবর।
চতুর্দ্দিগে সভাকার মুখে এই রব
[illegible] ব্রহ্মত্ত্ব দ্বিজগন সব।

সিংহনাদ শঙ্খনাদ যুঝে ঘোরনাদ
শুনিয়া ব্রাহ্মনগনে গনিল প্রমাদ।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব
দেখ হের অস্ত্রে যেন ওথলে অর্নব।
উঠ২ দ্বিজ সর্ব্ব চলহ সত্বর
নির্ভয় হয়েজ মনে নাহি কিছু ডর।
মরিবার হেতু দুষ্ট সঙ্গে আনিছিলে
আপনিহ মৈল সব দ্বিজে দুঃখ দিলে।
ক্ষত্রি রাজাগন সহ হইল বিবাদ
আজুক দক্ষিনা প্রানে পড়িল প্রমাদ।
পলাহ২ দ্বিজ চলহ সত্বর
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর।
ক্ষত্রির কর্ম্ম কি ব্রাহ্মনগনে শোভে
রাজকন্যা দেখি লক্ষ বিন্ধিলেক লোভে

এথায় থাকিতে আর নাহি প্রয়োজন
এত বলি পালাইল যতেক ব্রাহ্মণ ।
ত্রিংশতিসহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড
পঞ্চদশ লইয়া পলায়েন মুনি কৌণ্ড ।
বাইশ সহস্র শিষ্য লইয়া যায় ব্যাস
পৌলস্ত্যমুনি যায় ছাড়ে ঊর্দ্ধশ্বাস ।
ষষ্ঠিসহস্র শিষ্যে পালায় দুর্ব্বসা
দ্বাদশসহস্র গর্গ নাহি স্ফুরে ভাষা ।
পঞ্চবিংশসহস্রেতে পরাশর মুনি
চতুর্দ্দিগে ধায় মাত নাহি স্ফুরে বাণী ।
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি
কর তালি দিয়া তারা নাচে হাসি হাসি ।
লাগ২ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে
[illegible] সকল রাজারে গালি পাড়ে ।

ব্যর্থ ক্ষত্রিকুলে জন্ম ব্যর্থ তুমি সব
একা দ্বিজ করিল সভারে পরাভব ॥
কন্যা লৈয়া যাবে যদি দারিদ্র ব্রাহ্মন
কোন লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন
এত বলি ধৃষ্টদ্যুম্ন নাচে তপোহিন
বাজিত তুমলযুদ্ধ না যায় লিখন ।
সভাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের নন্দন
করিল প্রহার নিজ অস্ত্রে রাজাগন ।
কাহারো কাটিল ধনু কার কাটে গুন
কাহার কাটিল খড়্গ কারো কাটে তুন ।
কাহার কাটিল রথ কাহার সারথি
কহার কাটিল শির শেল শূল শক্তি ।
নিরস্ত্র করিয়া তবে যত রাজাচয়
দশ২ বান বিন্ধে সভার হৃদয় ।

...মুখে পঞ্চ ভুজে চারি চারি চারি পায়
মূর্চ্ছিত হইয়া সহে রথ ছাড়ি যায়।
রথ ফিরাইল যত্নে হুথের সারথি
তর্জ্জ দিলা চক্রপাণি ঘর নরপতি।
পাছু পানে চাহি পার্থ কৃষ্ণেরে আশ্বাসে
পাছে থাকি তবে কেন খলখল হাসে
কি কর্ম্ম করিলা দ্বিজ মুখে নাহি লাজ
পরনারী সঙ্গে সহ কেন সভামাঝ।
আপনার ভোজ্য আগে করহ ব্রাহ্মণ
তবে কৃষ্ণা সহ কহ কথোপকথন।
ধনদূত ভিখারে উপহাস কথা
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছ রাজার দুহিতা।

লেঙটিয়া দেখে পার্থ র[illegible]
পার্থ বলে কহ কর্ণ আজয়ে জীবনে।
অরে কর্ণ দুরাচার বিনা তোর প্রাণ [illegible]
জিয়ন্ত আছহ তুমি যাইয়া যোদ্ধা বাণ [illegible]
কর্ণ বলে দ্বিজবর বুঝি ভাষা কহ [illegible]
কোন দেশে ঘর তোর মায়া না জানহ।
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি [illegible]
কার প্রাণ জিয়ে আমি করিলেক যোদ্ধ।
কর্ণবাক্য শুনি পার্থ হাসিয়া বলিল
দ্বিজ বলি আমি তোকে ক্ষমা করিল।
যুদ্ধভয় করি প্রায় কহ এই রূপ
দুর্যোধনে ভাঙ্গি রাজ্য [illegible]
ক্ষত্রিনীত আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে যেই ভয়ভীত।

মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি
গদা চক্র পরশু ভুষণ্ডি কোটি২।
মার২ বলি সভে চতুর্দ্দিগে ধাবে
বৃষ্টিবত নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে২।
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর।
বায়ুর নন্দন ভীম বায়ুপরাক্রম
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র নাহি সম।
পরম আনন্দ যার পাইলে বিক্রম
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম।
সংগ্রাম আহার আর রমনি রমনে
তিন ঠাঞী ভঙ্গ যার না হয় কখনে।
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে
ক্রোধেতে জ্বলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে।